মেহেরপুরে কালবেলার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দৈনিক কালবেলার তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে দৈনিক কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কালবেলা এমন একটি পত্রিকা, যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই যুগে টিকে থাকা সত্যিই একটি কঠিন কাজ, কিন্তু কালবেলা সেটি করতে পেরেছে।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব, আর কালবেলা ঠিক সেটাই করছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খবর জানতে পারি। সংবাদকর্মীদের নিরলস পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

কলেজ শিক্ষক এস. এম. রফিকুল আলম বকুল ও দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায় এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, এনসিপি মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, মোঃ তামিম ইসলামসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেক কাটার পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে প্রথম আলো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কালবেলা প্রতিনিধির মামলা

দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আবু সাঈদের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করেছেন।

আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিন ফরাজি মামলাটি গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ প্রতিহিংসাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহীনকে রাফির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম ফেসবুক লাইভে এসে রাফিকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ, মশকরা ও মানহানিকর বক্তব্য দেন। লাইভে তিনি দাবি করেন, রাফি অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। তবে পরে আরেকটি লাইভে এসে শহিদুল স্বীকার করেন, তথ্যটি তাকে দিয়েছেন আবু সাঈদ, কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

খান মাহমুদ আল রাফি তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি একাধিকবার তাকে ডেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ আইনের সংশোধনেও তার রিপোর্ট প্রভাব ফেলেছে।

রাফির দাবি, তার এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু সাঈদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং পেশাগত সুনামে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাঁর এবং তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন।

মামলার সাথে ফেসবুক লাইভের ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও চ্যাট কনভার্সেশন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলায় বাদী পক্ষে মিজানুর রহমান, মোখলেসুর রহমান স্বপন ও সেলিম রেজা কল্লোল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ ঘটনায় দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, ‘সারাদেশেই মফস্বল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির একটা নোংরা খেলা সব সময় চলতে থাকে। যেগুলোর কোন ভিত্তি থাকেনা। প্রতিহিংসাবশত অন্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এগুলো করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমি আইনের আশ্রয় চেয়েছি।’

এ বিষয়ে প্রথম আলো প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, আদালতের মাধ্যমেই মোকাবেলা করা হবে।”

মেহেরপুরে কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দৈনিক কালবেলার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে দৈনিক কাল বেলার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানের সভাপতি মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘কালবেলা এখন আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক বছরের মধ্যেই কালবেলা তার বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা তৈরীর পাশাপাশি আমাদের মনোজগতেও প্রভাব ফেলেছে।’

অনুষ্ঠানে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও

জরুরী মিটিং এর কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পেরে কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ-দৌলা রেজা ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি বলেন, ‘কালবেলা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ খবর প্রকাশের নির্ভীক একটি মাধ্যম। আশা করছি দৈনিক কালবেলা ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। ‘

বিশেষ অতিথি মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’সারাদেশ অনেক পুরাতন ও ভালো পত্রিকা থাকার পরও দৈনিক কালবেলা এক বছরেই যে সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে শিষে উঠে এসেছে তার মূল কারণ কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সারাদেশের সংবাদকর্মীদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রেরণ। পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে। আশা করছি ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম বলেন, ‘কালবেলা এক বছরের একটি নবজাতক শিশু কিন্তু এই এক বছরের প্রমাণ হয়েছে তার সূর্যসম প্রভাব। কালবেলা অনেক দূর যাবে এবং অনেক ভালো করবে। এ কারণেই কালবেলা কে আমার অনেক অভিনন্দন। কালবেলা আমাদের অনেক বড় প্রাপ্তি এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টিকর্তা।’

আলোচনা সভার শেষে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।